بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ

وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡدِ

‘সে একটা হীরা ছিল, আমাদের ছেড়ে চলে গেছে’

সংক্ষিপ্তসার খুৎবা জুম’আ

৩ সেপ্টেম্বর ২০২১

আজীজ সৈয়দ তালে’ আহম্মদ শহীদ এর প্রকাশমান উন্নত সচ্চরিত্রের বর্ণনা

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো’মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডস্থিত ইসলামাবাদের মসজিদ মুবারক হতে প্রদত্ত

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۔ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আইঃ) বলেন ঃ

বিগত দিনে অমাদের একজন অতীব প্রিয় সন্তান তথা ‘ওয়াক্‌ফে জিন্দেগী’ সৈয়দ হাশিম আকবর সাহেবের সুপুত্র আজিজ সৈয়দ তালে’ আহম্মদ ঘানাতে শাহাদৎ বরণ করেছেন। ইন্নালিল্লাহে অ-ইন্না এলাইহে রাজেউন। গত ২৩ আগষ্ট এবং ২৪ আগষ্টের মাঝের রাত্রিতে এম.টি.এ টিমের তিনজন সদস্য ঘানা-র নারদর্ন রীজেন-এ রেকর্ডিং করে কমাসী আসছিল, ঠিক ঐ সময়ে রাত্রি মোটামোটি সওয়া সাতটা হবে, ডাকাতদলের ফায়ারিং-এ গুলি লেগে আজীজম সৈয়দ তালে আহম্মদ এবং ওমর ফারুক সাহেব আহত হন।

সৈয়দ তালে আহম্মদ সাহেব মোহতরমা আমতুল লতীফ বেগম সাহেবার তথা সৈয়দ মুহম্মদ আহম্মদ সাহেবের নাতি ছিলেন। হযরত মীর্যা বশীর আহম্মদ সাহেবের প্রদৌহিত্র এবং ডাঃ মীর মুহম্মদ ইসমাঈল সাহেবের প্রপৌত্র ছিলেন। হযরত মীর মুহম্মদ ইসমাঈল সাহেব (রাঃ) হযরত আম্মাজান (রাঃ)’র ছোট ভাই ছিলেন। এই সম্পর্কে এঁর বংশ হযরত আম্মাজান (রাঃ)’র সঙ্গে মেশে। এভাবে হযরত মীর্যা বশীর আহম্মদ সাহেব (রাঃ)’র সূত্র ধরে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) এর সহিত সম্পর্ক তৈরী হয়। হযরত মীর্যা গুলাম আহম্মদ কাদির শহীদের জামাইও ছিলেন। খোদাতাআলার ফযলে মরহুম মুসী এবং তাহরীক ওয়াক্‌ফে নও এর অর্ন্তভূক্ত ছিলেন।

মরহুম বায়োমেডিক্যাল বিজ্ঞানে স্নাতক ডিগ্রী প্রাপ্ত করার পরে জার্নালিজমে মাষ্টার ডিগ্রী লাভ করেছিলেন। ২০১৩ খ্রীষ্টাব্দে ওয়াক্‌ফে জিন্দেগী হন। অতঃপর জামাতের বিভিন্ন দফতরে কাজ করার পর, সন ২০১৬ খ্রীষ্টাব্দে এম.টি.এ-’র সংবাদ বিভাগে স্থায়ীভাবে পদায়ন লাভ করেন। এম.টি.এ-তে ডকুমেণ্টারী ফিল্ম তথা এক কথায় This Week with Huzoor নামক সাপ্তাহিক প্রোগ্রামে ইনার ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও স্থানীয় জামাআত তথা খুদ্দামুল আহমদীয়ার অন্তর্গত অনেক ধরণের সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেন।

আজীজ তালে আহম্মদ সাহেব গুরুত্ব অনুযায়ী প্রত্যেকটি দায়িত্ব পূর্ণ করার প্রতি বিশেষভাবে সজাগ থাকতেন। তথা সেই দায়িত্ব পূর্ণ করতে গিয়ে তিনি কোনপ্রকারের বিপদের তোয়াক্কা কখনোই করতেন না। ইনার শাহাদতের ঘটনা থেকেও এটি প্রতীয়মান হয়। টমালের জোনাল মিশনারী’র বক্তব্য অনুযায়ী, রাত্রির কারণে সাবধানতাপূর্বক ইনাকে যাত্রা করতে নিষেধ করা হয়, কিন্তু সময়াভাবের কারণে ও কাজের আধিক্য থাকায় ইনি রাত্রেই যাত্রা করা সমীচিন মনে করেন। জামাতীয় দায়িত্ব তথা সময়ের এত বেশী মূল্যায়ণ করতেন যে তিনি যাত্রাকালেও ল্যাপটপের মাধ্যমে নিজ দায়িত্ব পালন করছিলেন। অতঃপর মাফা জংশনের নিকটে পৌঁছালে ডাকাতদল গাড়ি লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে। ইনার কোমরে গুলিবিদ্ধ হয় ও অত্যধিক মাত্রায় রক্ত পড়তে থাকে। পোলী ক্লিনিকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর টমালে টীচিং হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই, ঘটনার শুরু থেকে প্রায় সাড়ে চার ঘণ্টা পর ইনার ইন্তেকাল হয়।

উমর ফারুক সাহেব বলেন যে তালে'র মাথা আমার রাণের উপরে ছিল, এবং তিনি বার বার আমাকে একই প্রশ্ন করছিলেন যে, আমার এই দূর্ঘটনার খবর কি হুযুর আনোয়ার (আইঃ) পেয়েছেন? অত্যধিক রক্ত প্রবাহিত হওয়া তথা অতীব কষ্ট সত্ত্বেও তিনি হাসপাতাল যেতে যেতে সাথীদের বলছিলেন যে, গুলি চলার সময়ে আমি ল্যাপটপ ও মূল্যবান যন্ত্রপাতিগুলি গাড়ীর পেছনের সীটেরও পেছনে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়েছি, সেখানে সেগুলো সুরক্ষিত আছে, সেগুলো যেন বার করে নেওয়া হয়। এতটা আহত হওয়া সত্ত্বেও ইনি জামাতের সম্পদ তথা রেকর্ড করা জামাতীয় ইতিহাসের সুরক্ষার ব্যাপারে চিন্তাশীল ছিলেন। উমর ফারুক সাহেব বলেন যে, তিনি রাস্তাতে আমাকে বারংবার বলেন যে,

Tell Huzoor that I love him and tell my family that I love them.

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন যে, একটা হীরা ছিল, আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। আল্লাহ্‌তাআলা এ জামাতকে খিলাফতের আজ্ঞাবহ তথা ধর্মকে প্রাথমিকতা দানকারী ব্যক্তি দ্বারা ভূষিত করছেন বটে, কিন্তু ক্ষতি এতটা ভয়াবহ যে কম্পমান করে দেওয়ার মত। সে ওয়াক্‌ফ্‌ এর অর্থ যথার্থভাবে অনুভবকারী তথা নিজ দায়িত্বকে বাস্তবিকরূপে পালনকারী সুযোগ্য ব্যক্তিত্ব ছিল। তাকে দেখে আশ্চার্যান্বিত হতে হয়, এবং এখনও হতে হচ্ছে যে, এই পার্থিবতার পরিবেশে লালিত পালিত সন্তান, যে নিজ-ওয়াক্‌ফ্‌ এর দায়িত্ব সম্বন্ধে পূর্ণরূপে জ্ঞাত, সে তা যথাযথভাবে পালনও করে আর সে দায়িত্বের শেষ সীমা পর্যন্ত পৌঁছেও যায়। সে বুজুর্গদের ঘটনাবলী পড়ত, যাতে করে সেগুলি সে নিজের জীবনেরও অংশ করতে পারে। খেলাফতের সঙ্গে পূর্ণ আজ্ঞাবহ তথা শ্রদ্ধাশীলতার এরূপ প্রকাশ, ধর্মীয় জ্ঞানে জ্ঞানীরাও দেখাতে পারে না। সে খেলাফতের সহিত বিশ্বস্ততার এমন আজ্ঞাকারী ছিল যে, অন্তিমশব্দেও যখন সে জীবন-মৃত্যুর মাঝে দোদূল্যমান ছিল, যুগ-খলিফার সহিত বিশ্বস্ততা ও ভালবাসার স্মরণ তার ছিল। জীবনের অন্তিমক্ষণে, নিজ পরিজন, স্ত্রী-বাচ্চার খেয়াল সবারই আসে, কিন্তু সর্বক্ষণে স্ত্রী-পুত্র-পরিজনদেরও আগে অথবা সঙ্গে সঙ্গে যুগ-খলিফার প্রতি ভালবাসার স্মরণ সম্ভবতঃ কাউরির কাউরির এসে থাকে। সম্ভবতঃ দু-তিন বৎসর পূর্বে সে খেলাফতের সহিত ভালবাসার অভিব্যক্তিরূপী একটি কবিতা লিখেছিল। কবিতাটি সে তার এক বন্ধুকে দিয়ে বলেছিল যে, নিজের কাছে রাখ ও কাউকেও দেখাবে না। সেই কবিতার প্রারম্ভ সে এ শব্দ দিয়ে করেছিল যে, 'যুগ-খলিফাকে আমি সর্বাধিক ভালবাসি' এবং সেই কবিতার সমাপ্তি এভাবে করেছিল যে, 'যুগ-খলিফার সহিত আমার এতটা মোহাব্বত ও ভালবাসা যে এ ভালবাসার কথা হয়তবা তিনিও কখনো জানতে পারবেন না। হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন যে, 'হে প্রিয় তালে'! তোমার এ ভালবাসার শেষ শব্দের পূর্ব থেকেও আমি জানতাম। তোমার প্রত্যেক কর্ম থেকে, প্রত্যেক আমল এবং ক্রিয়া থেকে, তোমার চোখের চমক তথা তোমার চেহারার অনন্য জ্যোতি থেকে তোমার সেই ভালবাসার অভিব্যক্তি হত। সম্ভবতঃ কাউরির মাঝে ঐরূপ ভালবাসা তথা আকর্ষণের অভিব্যক্তি দেখা যায়।'

তার কর্মের প্রতি আকর্ষণ শুধুমাত্র এ কারণেই ছিল যে, তদ্বারা ইসলাম তথা মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ্‌ (সাঃ)'র ধর্মকে রক্ষা করা যায়। হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রহঃ)'র দাফনের সময়ে সে আমার ডানে দাঁড়িয়ে যায়। আমি জানতাম না সে কে দাঁড়িয়ে আছে। সে সময় ঐ ১৩ বছরের বালক বোধহয় এ সংকল্প করে নিয়েছিল যে, আমাকে যুগ-খলিফার সাহায্যকারী হতে হবে। সে নিজ শিক্ষা পূর্ণ করে তথা বছর পরে নিজ সংকল্পের যথাযথভাবে বাস্তবায়নও করে। অতঃপর শহীদ হয়ে বলে যায় যে, আমি বাস্তবিকভাবে খেলাফতের সহায়ক হতে পেরেছি।

হে প্রিয় তালে'! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিঃসন্দেহে তুমি নিজ-ওয়াক্‌ফ্‌ তথা সংকল্প পালনের উচ্চতম শিখর প্রাপ্ত করেছ। সে যুগ-খলিফার প্রতিটি শব্দকে অনুসরণ তথা আমল করার জন্য কিভাবে চেষ্টা করত, তার অনুমান এথেকে করা

যায় যে, মুরুব্বীদের কিছু মিটিং-এ আমি বলেছিলাম যে, মুরুব্বীদেরকে মোটামোটি এক ঘণ্টা মত সময় তাহাজ্জুদ পড়ার চেষ্টা করা উচিৎ। আজিজ, তালে' সে অনুযায়ী আমল করার চেষ্টা শুরু করে দেয়।

সে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)'র বংশজ হওয়ার দৃষ্টিকোন থেকেও এ বংশের ব্যক্তিদের জন্য আনুগত্য ও শ্রদ্ধা-ভক্তির এক অনন্য উদাহরণ উপস্থাপন করে গেল। সে ওয়াক্‌ফীন নও দের জন্যও এক আশ্চর্যজনক দৃষ্টান্তস্বরূপ ছিল। সে কখনো আর্থিক কষ্ট বা ভাতা কম হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ মনে আনত না। সে সর্বদা খোদাতাআলা নিকট এই দোয়াই করতো যে, হে আল্লাহ্ আমাকে অর্থকষ্ট দিও না। হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন যে, আমি তো তার আনুগত্যের ব্যাপারে কিছু জানতাম কিন্তু তার পূণ্য তথা খোদাভীতি-র স্তর অনেক উচ্চমার্গের ছিল।

আমীর সফীর সাহেব বলেন যে, আমি স্বচক্ষে দেখেছি যে, তালে' বহু-প্রতিভার অধিকারী ছিল। সে কোন পরিকল্পনার শূণ্য থেকে শুরু করত এবং তা এক সফল দিশায় পৌঁছে দিত। কুদ্দস আরিফ সাহেব সদর খুদ্দামুল আহমদীয়া ইউ.কে. বলেন যে, আমার শৈশব থেকে তার সহিত সম্পর্ক ছিল। সে হযরত মালিক গুলাম ফরিদ সাহেবের সংক্ষিপ্ত ভাষ্য তথা পঞ্চম খণ্ড ভাষ্য বিস্তারিত ভাবে পড়ে রপ্ত করে নিয়েছিল। স্ত্রী সত্‌বত্ সাহিবা বলেন যে, আঁহযরত (সাঃ) এর সহিত এত অধিক ভালবাসা রাখতেন যে, তাঁর (সাঃ)'র বর্ণনা পড়ে বাচ্চাসূলভ কান্না করতেন। নিজ সন্তান তলাল কে আঁহযরত (সাঃ) এর ঘটনা শুনানোর সময় হিঁচকির সঙ্গে কান্না শুরু করতেন। পুত্র খ্রীষ্টান স্কুলে পড়ায় তাকে নিয়ে স্কুলে পৌঁছাতে যেতেন তো রাস্তায় সূরা এখলাস পড়াতে পড়াতে যেতেন। কখনো যদি যুগ-খলিফার কোন কথা ভাল না লাগত তাহলে তাহাজ্জুদের নামাযে অঝোরে কান্না করতেন ও ক্ষমা চাইতেন। আল্লাহ্‌তাআলার প্রতি অত্যধিক ভরোসা থাকায় আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর প্রত্যেক প্রয়োজন পূর্ণ করে দিতেন।

শহীদ মরহুমের পিতা লিখেন যে, আলহামদুলিল্লাহ্! খোদাতাআলা আমাদের পুত্রকে শহিদের জন্য বেছে নিয়েছেন। তার রুহ তো রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)এর ভালবাসায় চৌদ্দশত বৎসর পূর্বের মক্কা এবং মদীনার গলীতে গলীতে বিচরণ করত তথা তার দেহ তো সাক্ষাৎ রসূলুল্লাহ্-র স্নেহধন্য ছিল। শহীদ মরহুমের মা বলেন যে, পুত্রের ইন্তেকালের পর আমার এ কথার প্রতি দৃষ্টি যায় যে, সে আপনার সহিত (যুগ-খলিফার সহিত) কতটা ভালবাসা রাখত। মরহুমের বোন নুদরত সাহেবা বলেন যে তালে'র ধর্মীয় জ্ঞান অত্যধিক বিস্তৃত ছিল। হাদিসের গভীর জ্ঞান রাখত। আরবী ভাষা তথা আরবী ব্যকরণের গভীরে যাওয়ার সফল প্রয়াস করতেন। সে তার জ্ঞানের সর্বোপরি উপযোগ আল্লা তথা জামাতের জন্য করত। তালে' নিজ শাহাদতের বিষয়ে স্বপ্ন দেখেছিল যে, সে খুদ্দামুল আহমদীয়ার পোষাক পরিধানরত এবং পতাকা হাতে নিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করছে। সেখানে প্রত্যেকে তার শশুরের নাম নিয়ে বলছে যে, গোলাম কাদির চলে এসেছে। তার ছোট বোন বলে যে, তিনি অতি উচ্চ মার্গের রোল মডেল ছিলেন, সর্বদা দফতর থেকে আসতে যেতে হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে (রহঃ)'র অনুকরণে কুরআনের দর্‌স্ শুনতেন। আবিদ ওয়াহিদ সাহেব বলেন যে, প্রায়ই আমি ডকুমেণ্টারী তৈরীর সময় তাকে আঠারো উনিশ ঘণ্টা কাজ করতে দেখতাম। মীর্যা তালহা আহম্মদ সাহেব বলেন যে, তালে'র স্ক্রিপ্ট লেখনীতে তথা স্টোরী মেকিং-এ নিপুণতা ছিল। নাসিম বাজবা সাহেব বলেন যে, আমি আমার মুবাল্লেগের জীবনে তাকে শৈশব থেকে দেখে আসছি, সে ছিল সময়ের নিয়মানুবর্তী, গম্ভীর, বুদ্ধিমান, ধর্মীয় আকর্ষণে ও জ্ঞানে বুৎপত্তিশীল, আজ্ঞাবাহক, অতিথিসেবক, আল্লাহ্‌র উপাসনাকারী, বড়োদের সম্মান দানকারী তথা সুচিন্তিত বিবেচনাকারী। মুরুব্বী নৌশেখান রশীদ সাহেব বলেন যে, আমি তালে' ভাই কে গত তিন বৎসর যাবৎ নিয়মিতরূপে প্রত্যেক বৃহস্পতিবার রোযা রাখতে দেখে আসছি।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন যে, তালে' সাহেব আঁহযরত (সাঃ) এবং হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)'র শারিরীক তথা আধ্যাত্মিক সন্তান হওয়ার অধিকার সর্বোতভাবে আদায় করে দিয়েছেন। সে হচ্ছে আঁহযরত (সাঃ)'র বংশ থেকে এবং আল্লাহ্তাআলা তাকে মুহাররম মাসে কুরবানীর জন্য বেছে নিয়েছেন। আশা করি যে আল্লাহ্তাআলা তাকে আঁহযরত (সাঃ)'র পদতলে স্থান দিয়েছেন। কেউ স্বপ্নে দেখেছেন যে, আঁহযরত (সাঃ) একস্থানে দাঁড়িয়ে আছেন ও তালে' দৌড়ে গিয়ে তিনি (সাঃ) কে জড়িয়ে ধরলো। আঁহযরত (সাঃ) স্বয়ং তাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, এসো আমার পুত্র! সুস্বাগতম।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ۔
عِبَادَ اللّٰهِ رَحِمَكُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآءِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ اُذْكُرُوا اللّٰهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ۔

('মজলিস আনসারুল্লাহ্ ভারত' থেকে প্রেরিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুৎবার অনুবাদ)

BOOK POST
PRINTED MATTER

KHULASA KHUTBA JUMMA
HUZOOR ANWAR (ATBA)

3 SEPTEMBER 2021

To,

Toll Free Number- 1800 3010 2131, Website: www.alislam.org / mta.tv / ahmadiyyamuslimjamaat.in

Compose & Distribute From: Ahmadiyya Muslim Mission, Nalhati, Piranpara, Birbhum, 731243, W.B.